খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ১৭ই জুলাই, ২০১৫ তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লণ্ডন এ প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

এ দোয়াও আমাদের বিশেষভাবে করা উচিত যে, রমযান যেন আমাদের পাপ হতে একশত ভাগ আমাদের মুক্ত করে পুরো আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে নেক কর্ম করার আমরা তৌফিক পাই আর আমরা যেন প্রকৃত তাক্বওয়ার ওপর যেন বিচরণ করতে পারি । আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্য যেন আমাদের মাঝে বাস্তবায়িত হয়।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
[٦٢:٩]فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٦٢:١٠]

রমযান মাস সমাপ্তির পথে। কোন কোন স্থানে আজ হয়তো শেষ রোযা হবে আর কোন কোন স্থানে আগামীকাল। আর এভাবে খোদা তা'লার উক্তি অনুসারে হাতে গোনা কয়েকটি দিন কেটে গেছে। আমাদের অনেকেই এই দিনগুলোর আশীষ এবং কল্যাণরাজি হতে কল্যাণমন্ডিত হয়ে থাকবে। কতকের হয়তো এই দিনগুলোতে নতুন অভিজ্ঞতাও লাভ হয়ে থাকবে। এখন এই দোয়া এবং চেষ্টা করা উচিত এই কল্যাণরাজি, এই আশীষ, এই নতুন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যেন আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে যায় আর আমাদের ে খাদামুখি পদক্ষেপ যেন এখানেই থেমে না যায় বরং তা যেন সর্বদা অগ্রসরমান থাকে আর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন অশেষ কল্যাণরাজির ধারক এবং বাহক হয়। আজ রমযানের শেষ জুমুআও বটে। আমাদের অধিকাংশই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যথাযথ প্রস্তুতির সাথে জুমুআ পড়ে কিন্তু অনেকেই এমনও হবেন যারা আজকে রমযানের এই শেষ জুমুআকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে বা গুরুত্ব দিচ্ছে। পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত এখন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আহমদীয়াতভুক্ত হচ্ছে। পুরোনো তরবীয়তের প্রভাবও তাদের মাঝে রয়েছে আর কতিপয় এমনও হবে যারা সারা বছর জুমুআকে তত গুরুত্ব দেয় না কিন্তু রমযানের শেষ জুমুআকে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়ে থাকে আর মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত সাধারণ ধারনার কারণে তারা মনে করে, এই জুমুআয় যোগ দেয়া বা এই জুমুআ পড়া যা জুমুআতুল বিদা নামে মুসলমানদের মাঝে পরিচিত তা তাদের গত বছরের সমস্ত পাপ এবং দুর্বলতা থেকে পরিত্রানের কারণ হবে বা পরিত্রাতা হবে আর সারা বছরের ইবাদতের দায়িত্ব হয়তো এই জুমুআয় যোগদানের ফলে বা এই জুমুআ পড়ার ফলে পালন হয়ে যাবে। অতএব এমন মানুষ গুটি কতক হলেও আমি তাদের স্মরণ করাতে চাই, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই জুমুআয় অংশ গ্রহণ বা যোগদানের ফলে বা এই জুমুআ পড়লে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাবে না। আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি থেকে প্রমাণিত যে, শুধু রমযানের শেষ জুমুআ পড়া মুক্তির কারণ হয় না বা মুক্তি বয়ে আনবে না। মানুষ যদি কেবল মুক্তির উদ্দেশ্যে এই জুমুআ পড়ে তাহলে তার ইহ এবং পরকাল সুনিশ্চিত হয়ে যাবে কোথাও এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের যুবক শ্রেণীরও এবং জুমুআ পড়ার বিষয়ে আমাদের মাঝে যারা আলস্য প্রদর্শন করে তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, অ-আহমদীদের মাঝে জুমুআতুল বিদার ধারণা থাকলে হয়তো থাকতে পারে কিন্তু আহমদীয়া জামাতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে

জুমুআতুল বিদার কোন ধারণা নেই আর থাকা উচিতও নয়। অবশ্য আজকের জুমুআয় যারা যথাযথ প্রস্তুতির সাতে অংশ গ্রহণ করে তাদের হৃদয়ে যদি এই ভাবের উদয় হয় যে, আজ থেকে আমি অঙ্গীকার করছি যে, সেই সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলব যা জুমুআয় অংশ গ্রহণ না করার ফলে আমার মাঝে প্রকাশ পাচ্ছিল আর ভবিষ্যতে সর্বদা পূর্ণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং প্রস্তুতির সাথে জুমুআয় অংশ গ্রহণ করব তাহলে অবশ্যই এমন লোকদের জন্য এই জুমুআর গুরুত্ব রয়েছে বরং এই দিনের গুরুত্ব রয়েছে আর শুধু এই জুমুআই তার জন্য বরকত বা আশীষ হবে না বরং এই পবিত্র পরিবর্তনের কারণে এমন ব্যক্তির জন্য এই মুহূর্ত যাতে তার জীবনে এই পবিত্র পরিবর্তন এসেছে এবং এই ভাবের উদয় হয়েছে আর এই ধারণা তার হৃদয়ে একটি দৃঢ় সংকল্পের জন্ম দিয়েছে যে, এখন আমি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধকে গুরুত্ব দিব এবং সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব তাহলে তার জন্য এই দিন এবং এই মুহূর্ত লায়লাতুল ক্বদরে পরিণত হবে। একটি অমানিশাপূর্ণ রাতের পর তার মাঝে ঐশী আলো সৃষ্টি হবে। আর যেভাবে গত খুতবায়ও আমি বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষের একটি লায়লাতুল ক্বদরের সময় হলো তার ইসফার সময়। অর্থাৎ যখন সে নিজের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করে খোদা তা'লার প্রতি ঝুঁকে বা বিনত হয়, তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার অঙ্গীকার করে এবং সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সেটিও তার জন্য লায়লাতুল ক্বদর। জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কি বলেছেন। আমি যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছি তার প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

হে যারা ঈমান এনেছ, জুমুআর দিনের একটি অংশে যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন দ্রুত খোদা তা'লার স্মরণে নিবদ্ধ হও আর ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।

এরপর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, আর নামায শেষ হওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং খোদার কৃপারাজির মধ্য থেকে কিছু সন্ধান কর আর অজস্র ধারায় খোদা তা'লাকে স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'লা জুমুআয় আসা আর সমস্ত জাগতিক বিষয়াদিকে পিঠের পিছনে ঠেলে দিয়ে হৃদয়ে খোদা ভীতির চেতনা নিয়ে জুমুআয় অংশ গ্রহণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই আয়াত গুলোতে আল্লাহ্ তা'লা রমযানের জুমুআ বা রমযানের শেষ জুমুআয় অংশ গ্রহণের কোন নির্দেশ প্রদান করেননি বরং কোন বিশেষত্ব ছাড়াই সাধারণভাবে জুমুআর নামাযের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাদেরও চিন্তা করা উচিত যারা জুমুআয় দেরীতে আসে। নিজেদের কাজ যদি শেষ করতে হয় বা গুটাতে হয় তাহলে জুমুআর পূর্বেই তা শেষ করুন।
না কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা আর না হাদীসে মহানবী (সা.) কোন স্থানে এই কথা বলেছেন যে, রমযানের শেষ জুমুআ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বরং সব জুমুআকেই গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। বরং একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তা'লা জুমুআর দিনকে তোমাদের জন্য ঈদ নির্ধারণ করেছেন। তাই এই দিনে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে নেয়ে ধুয়ে বা গোসল ইত্যাদি করে প্রস্তুতি নিবে। সুতরাং এটি হলো প্রত্যেক জুমুআর গুরুত্ব যা আমাদের কাছে এই দাবী করে যে, আমরা যেন প্রত্যেক জুমুআকে সমান গুরুত্ব দেই, যেন সকল ব্যস্ততাকে পরিত্যাগ করে সকল কাজ-কর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরতি দিয়ে জুমুআর নামায পড়ার জন্য যেন আমরা মসজিদে আসি। হাদীস থেকে যেভাবে প্রমাণিত যে, রসূলে করীম (সা.) কত স্পষ্টভাবে এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণ করে যে, মু'মিনের ঈমানের মানকে উন্নত করার জন্য জুমুআর নামায পড়া প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক এবং অবধারিত। আর শুধু তাই নয় বরং এর নেতিবাচক দিক এবং এ সম্পর্কে সতর্কবাণী বর্ণনা করে বলেন, বিনা কারণে জুমুআ পরিত্যাগকারীর হৃদয় পুণ্য করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অতএব সত্যিই ভয়ের বিষয়। যারা আলস্য

প্রদর্শন করে তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত আর যেখানে কোন কারণ নেই, অযথা, অনর্থক আলস্য পরিহার করা উচিত।

যৌক্তিক কারণ যদি থাকে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যৌক্তিক কারণ ছাড়া যদি কেউ না আসে তাহলে সে ধরা পড়বে। কোন বৈধ কারণ ছাড়া জুমুআর নামায পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। আর এই বৈধ কারণগুলোর ব্যাখ্যাও রসূলে করীম (সা.) দিয়ে গেছেন যে, তারা কারা যাদের জুমুআয় না আসার যৌক্তিক বাধ্য বাধকতা থাকতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জামাতের সাথে জুমুআ পড়া আবশ্যক শুধু চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া। আর যে চার ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম আখ্যা দেয়া হয়েছে তারা হলো, গোলাম বা দাস, মহিলা, শিশু এবং রুগ্ন ব্যক্তি। সুতরাং এই হলো ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা যে, যারা নিরুপায় এবং বৈধ কারণ যাদের আছে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

জুমুআয় যদি মহিলারা আসেন তাহলে এটি ভাল কাজ। তারা না আসলেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কিছু মহিলা যারা আসেন তাদের ছোট বাচ্চাও থেকে থাকে। তাই তারা যখন আসেন তখন অনেক সময় ডিসটার্বও হয়ে থাকে। কেবল ঈদের নামাযে আসা সব মহিলার জন্য ফরয বা আবশ্যক। নামায না পড়লেও তারা যেন খুতবা শুনে। কোন কোন পুরুষও নিয়ে আসেন তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত বা যদি কেউ নিয়েই আসেন তাহলে তাদেরকে শিশুদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ স্থানে বসানো উচিত বা তাদের নিজেদেরও সেখানে বসা উচিত।

চাকরিজীবিদের মালিক যদি অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং সে যদি ছুটি না দেয় আর আয় উপার্জনের অন্য কোন উপায়ও না থাকে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অনাহারে জীবন কাটানোর আশঙ্কা যদি দেখা দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। এটি উপায়হীনতা আর উপায়হীনতার মুহূর্তে তো কোন কোন সময় হারাম খাওয়ারও অনুমতি থাকে। কিন্তু এই উপায়হীনতার পরিস্থিতিও সাধারণত দেখা যায় না। মালিকদের মাঝে যদি চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা খ্রীষ্টান হলেও কিছু সময় বা এক জুমুআ ছেড়ে এক জুমুআ পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকে। বরং এমনও অনেক আহমদী আছে যারা আমাকে বলেছেন যে, জুমুআর দিন ছুটি না থাকার কারণে তারা চাকুরি ছেড়ে দিলে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং আমরা যদি এ কথাটি দৃষ্টিতে রাখি যে, জুমুআকে আমাদের গুরুত্ব দিতেই হবে। একই সাথে আমরা যদি এই দোয়াও করি যে, পরিস্থিতি কঠিন আর জুমুআ নষ্ট হচ্ছে অতএব হে আল্লাহ্! তুমি স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি কর তাহলে বেদনাঘন হৃদয়ে কৃত দোয়া গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাও করেন এবং স্বাচ্ছন্দ বা সহজ সাধ্যতাও সৃষ্টি করেন।

যাহোক এই হলো চারটি ব্যতিক্রম যা মহানবী (সা.) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বাকি সবার জন্য জুমুআর নামাযে আসা এবং জুমুআর দিন বিশেষ প্রস্তুতি নেয়া বা ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আঁ হযরত (সা.) বলতেন বা বলেছেন যে, পাঁচ বেলার নামায এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ এবং এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী পাপের প্রায়শ্চিত্য হয়ে যায়। শর্ত হলো মানুষ যদি বড় বড় গুনাহ্ বা পাপ এড়িয়ে চলে।

। রসূলে করীম (সা.) পাঁচ নামাযের কথা বলে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন যে, এই পাঁচ বেলার নামায তোমাদের জন্য আবশ্যক আর এগুলো সেই সকল শর্ত সাপেক্ষে বা অনুসঙ্গ সহ পড়া উচিত যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন বা বলেছেন। অনুরূপভাবে জুমুআর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, জুমুআয় যোগ দিয়ে বা জুমুআ পড়ে যে সমস্ত আশীষ এবং কল্যাণরাজি হতে বা ইমামের খুতবার ফলে তোমাদের মাঝে পুণ্যের যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত জীবিত ও জাগ্রত রাখতে হবে। সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বা মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি এটি হয় তাহলে এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ তোমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করবে। তোমাদের পাপের ক্ষমার ব্যবস্থা করবে। এখানেও এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর কথা বলে মহানবী (সা.) সকল জুমুআর আবশ্যকীয়তা ও গুরুত্বকে স্পষ্ট করেছেন।

এরপর অনুরূপভাবে রমযানের গুরুত্বও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ক্রমাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে। তাই যথাযথভাবে নামায পড়াও আবশ্যক, রীতিমত জুমুআ পড়াও আবশ্যক, আর সকল শর্ত সাপেক্ষে রমযানের কল্যাণ লাভ করা প্রায়শ্চিত্যের কারণ হয় আর পুণ্য বৃদ্ধি করে অর্থাৎ যেই শর্তগুলো আল্লাহ্ তা'লা রমযানের রোযার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন। যদি সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার পথে চলতে হয় তাহলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। খোদা তা'লার নৈকট্য যদি অর্জন করতে হয় তাহলে এইগুলো শিরোধার্য করা আবশ্যক। পাপের ক্ষমা যদি পেতে হয় তাহলে খোদা তা'লা আমাদেরকে যেই পথ দেখিয়েছেন সেই অনুসারে কাজ করা আবশ্যক। এসব বিষয় অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একটি দৈনিক কর্মপন্থাও দান করেছেন, একটি সাপ্তাহিক কর্মপন্থাও প্রদান করেছেন আর একটি বার্ষিক কর্মপন্থাও দান করেছেন যা মানুষের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য আবশ্যক। আর যারা এই ধাপগুলো অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকবে তারা খোদা তা'লার ক্ষমা এবং মাগফিরাত লাভ করবে। সুতরাং এসব কথার মাধ্যমে এই বিষয়টি আরও উজ্জ্বলভাবে খোলাসা হয়ে গেল বা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জুমুআর গুরুত্ব কত বেশি। বছরান্তে আধ্যাত্মিক উন্নতির কর্মসূচিতে আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাসকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন জুমুআতুল বিদাকে অন্তর্ভুক্ত করেননি যে, বছরান্তে রমযান মাসের একটি জুমুআ পড়ে নাও বরং সম্পূর্ণ রমযান মাসকে রেখেছেন। মহানবী (সা.) জুমুআর আশীষ এবং কল্যাণরাজি থেকে লাভবান হওয়ার জন্য প্রত্যেক সাত দিন পর আগত জুমুআকেই গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমার মাধ্যম আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং প্রতিটি আগত জুমুআ আমাদের পক্ষে এই স্বাক্ষ্য প্রদানকারী হওয়া উচিত যে, আমরা খোদা-ভীতির মাঝে এই দিনগুলো কাটিয়েছি আর এমন কোন কাজ করিনি যা খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করতে পারে বা জেনেশুনে এমন কোন কাজ করিনি যা আমাদেরকে খোদার ক্রোধভাজন করতে পারে। তাহলে খোদা তা'লা ছোট খাট ভুল-ভ্রান্তি, অলসতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। প্রতিটি জুমুআ খোদা তা'লার সন্নিধানে বা খোদা তা'লার দরবারে এই স্বাক্ষ্য দেয় যে, এই বান্দা মোটের ওপর ভয়-ভীতির মাঝে এই দিনগুলো অতিবাহিত করেছে। অনুরূপভাবে দৈনন্দিন নামাযের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। খোদার সন্তুষ্টি দৃষ্টিতে রেখে যদি সেগুলো পড়া হয় তাহলে তা আমাদের পক্ষে স্বাক্ষ্য দিবে আর একই অবস্থা রমযানের রোযার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রায়শ্চিত্য বা কাফ্ফারার অর্থ এটিই যে, এসব ইবাদতের স্বাক্ষ্য আমাদের পক্ষে হয়ে আমাদের জন্য ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করবে। এছাড়া জুমুআর গুরুত্ব এবং সৌন্দর্য্য সম্পর্কে এক জায়গায় মহানবী (সা.) এভাবে বলেন যে, সব দিনের মাঝে সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআর দিন। এদিন আমার প্রতি সমধিক দরূদ প্রেরণ কর কেননা এদিন তোমাদের এই দরূদ আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং এটি জুমুআর আরেকটি চির প্রবাহমান কল্যাণ বা আশীষ ধারা। কোথাও বলা হয়নি যে, জুমুআতুল বিদার দরূদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে পরিবেশন করা হবে বরং প্রত্যেক জুমুআয় এটি পরিবেশন করা হয়। আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান যারা এই কল্যাণ ধারা থেকে লাভবান হয় আর সেই সকল দরূদ প্রেরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং আজকের দিনকে যদি গুরুত্ববহ করে তুলতে হয় তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে তা করা উচিত যে, আমরা আজ বা কাল এক বছরের জন্য রমযানের ইবাদত থেকে বেরিয়ে আসছি। কিন্তু জুমুআর ইবাদত থেকে এক বছরের জন্য বের হচ্ছি না বরং পরবর্তী জুমুআও আমাদের জন্য সেভাবেই গুরুত্বপূর্ণ যেভাবে আজকের জুমুআটি। আর যেসব দুর্বলতা, ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ঘাটতি আমাদের মাঝে অতীতে ছিল আগামী দিনে তা দূরিভূত করার আমরা অঙ্গীকার করছি। যদি এই চিন্তা চেতনা থেকে থাকে তাহলে আমরা জুমুআকে বিদায় জানাব না বরং আমাদের পাপ দুর্বলতা, ত্রুটি বিচ্যুতি এবং আলস্যকে বিদায় দিয়ে স্থায়ীভাবে তা এড়িয়ে চলার আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করব আর রমযানের বরকত থেকে কল্যাণ লাভ করা এটিকেই বলে। যে সমস্ত পুণ্যের বা নেক কর্মের আমরা তৌফিক পেয়েছি সেগুলোর সাথে কিছু যোগ করতে না পারলেও অন্তত পক্ষে সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পরবর্তী রমযানকে আমরা যেন স্বাগত জানাতে পারি।

সুতরাং আমাদের মাঝে যেন এই মন মানসিকতা না থাকে যে, আমরা জুমুআকে বিদায় দিয়েছি আমাদের মাঝে এই মন মানসিকতা যেন না থাকে যে, আমরা রমযানকে বিদায় জানিয়েছি এই ধারণাও যেন না আসে যে, আমরা আমাদের ইবাদতকে বিদায় জানিয়েছি, রমযানে যে ইবাদত আমরা উপভোগ করেছিলাম।

সুতরাং জুমুআর দিন যেদিন দোয়া গৃহীত হওয়ার রসূলুল্লাহ্‌র উক্তি অনুসারে একটি বিশেষ মুহূর্ত থেকে থাকে। তিনি বলেছেন, জুমুআর দিন এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন দোয়া গৃহীত হয়। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই আপনাদের অবহিত করেছি। এ দোয়াও আমাদের বিশেষভাবে করা উচিত যে, রমযান যেন আমাদের পাপ হতে একশত ভাগ আমাদের মুক্ত করে পুরো আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে নেক কর্ম করার আমরা তৌফিক পাই আর আমরা যেন প্রকৃত তাক্বওয়ার ওপর যেন বিচরণ করতে পারি । আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্য যেন আমাদের মাঝে বাস্তবায়িত হয়। আর ইসলামী শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গীভূত করে এই আকর্ষণীয় শিক্ষা সম্পর্কে পৃথিবীকে যেন অবহিত করতে পারি। এই ধর্মই বান্দাকে খোদার সাথে বা জীবন্ত খোদার সাথে সম্পৃক্ত করে আর এই ধর্মই পরষ্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি সর্বোত্তমভাবে পথের দিশা দিয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সুযোগ এবং তৌফিক দিন। এ দোয়াও করুন যে, সমস্যা কবলিত সব আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা সমস্যা থেকে মুক্তি দিন। যারা কোনভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ তাদের দুঃশ্চিন্তার কারণগুলো দূরীভুত হোক, দুঃশ্চিন্তার অবসান ঘটুক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুসলেমাকে তৌফিক দিন যুগ ইমামকে মেনে তারা যেন দুঃখ এবং পেরেশানি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। পরষ্পরের ওপর তারা যে অন্যায় করছে যুলুম করছে এ সমস্ত যুলুম এবং অন্যায় থেকে খোদা তা'লা তাদের বিরত রাখুন। আর ইসলামের সত্যিকার মহিমা এবং সম্মানের সাথে সকল মুসলমান দেশ হতে পৃথিবীর সামনে আত্মপ্রকাশ করুক। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, 17th July 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO

....
....
....

....
....
....